

গুরু পূজা মন্ত্র

গুরু পূজা মন্ত্র

মন্ত্র সত্যং পূজাসত্যং সত্যম্ দবে নরিঞ্জনম্।

গুরুর্বাক্য সদাসত্যং সত্যমবে পরম্ পদম্।। ১

ভাবার্থঃ

গুরু প্রদত্ত মন্ত্র সত্য, পূজাও সত্য। দবোদদিকে নরিঞ্জনও সত্য। গুরু বাক্য সদা সত্য, সেই পরমপদ সত্যের দ্বারা আস্তীর্ন।

গুরুরব্রহ্মা গুরুরবিশ্বী গুরুরদেবো মহেশ্বরঃ

গুরুরবে পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।। ২

ভাবার্থঃ

গুরুই সৃষ্টিকর্তা, গুরুই পালনকর্তা, গুরুই ধ্বংসকর্তা, গুরুই সেই পরমব্রহ্ম, আমি সেই পরমগুরুকে নমস্কার করি।

অখণ্ড মন্ডলাকারং ব্যপ্তং যনে চরাচরম্

তৎপদং দর্শতিং যনে তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।। ৩

ভাবার্থঃ

যার দ্বারা অখণ্ড মন্ডলাকার চরাচর জগৎ ব্যপ্ত হয়ে আছে, তাঁর স্বরূপ যিনি দর্শন করিয়েছেন সেই শ্রী গুরুকে নমস্কার।

অজ্ঞানতমিরিন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।

চক্ষুরুন্মলিতিং যনে তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।। ৪

ভাবার্থঃ

অজ্ঞাতায় অন্ধ ব্যাঘটরি চক্ষু যিনি জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে উন্মীলিত করে দিয়েছেন, সেই শ্রী গুরুকে নমস্কার করি।

স্বাধারং জঙ্গমং ব্যপ্তং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্।

তৎপদং দর্শতিং যনে তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।। ৫

ভাবার্থঃ

সপ্রাণ এবং অপ্রাণ সচল ও অচল সমস্ত বস্তুসমূহ যে ব্রহ্মের দ্বারা ব্যাপ্ত, তার স্বরূপ যিনি দর্শন করিয়েছেন সেই পরম গুরুকে নমস্কার করি।

চিৎ রূপে পরবি্যাপ্তং ত্রলৈকং সচরাচরম্।

তৎপদং দর্শতিং যনে তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।। ৬

ভাবার্থঃ

চরাচর সহ ত্রলৈক জ্ঞান স্বরূপ (ব্রহ্মের) দ্বারা পরবি্যাপ্ত, তৎস্বরূপ যিনি দর্শন করিয়েছেন সেই শ্রী গুরুকে নমস্কার করি।

সর্বশ্রুতি শিরোরত্ন সমুদ্ভাসতি মূর্তয়ো।

বদোন্তম্ভুজ সূর্যায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।। ৭

ভাবার্থঃ

যাহার মূর্তি বদোন্তজ্ঞানের দ্বারা সমুদ্ভাসতি, যিনি বদোন্তরূপ পদ্মের উন্মলক সূর্য স্বরূপ, সেই শ্রী গুরুকে নমস্কার করি।

চৈতন্য শশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নরিঞ্জনং।

বন্দিদুনাৎকলাতীতং তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।। ৮

ভাবার্থঃ

যিনি শাশ্বত শান্ত ব্রহ্মোমাতিত ও নরিঞ্জন চৈতন্যস্বরূপ এবং যিনি বন্দি, নাদ ও কলার অতীত, সেই শ্রী গুরুকে নমস্কার করি।

অনকে জন্ম সংপ্রাপ্ত কর্মবন্ধ বদাহিনি।

আত্মজ্ঞান প্রদানেনে তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।। ৯

ভাবার্থঃ

যিনি আত্মজ্ঞান রূপ অগ্নিদিন করে বহু জন্মে সঞ্চিত কর্মরূপ কাষ্টকে দহন করেন, সেই শ্রী গুরুকে নমস্কার করি।

ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।

তত্ত্বজ্ঞানং পরংনাস্তি তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।। ১০

ভাবার্থঃ

গুরুর অধিক তত্ত্ব নাই, গুরুর (সবো) অধিক তপস্যা নাই, এবং যদ্বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, সেই পরম গুরুকে নমস্কার করি।

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ গুরুঃ শ্রীজগদগুরুঃ।

মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।। ১১

ভাবার্থঃ

নাথই শ্রীজগন্নাথ, গুরুই শ্রীজগদ গুরু, আমার আত্মাই সর্বভূতরে আত্মা, সেই শ্রী গুরুকে নমস্কার করি।

গুরুরাদরিনাদশিচ গুরুঃ পরম দবৈতম্।

গুরোঃপরতং নাস্তি তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।। ১২

ভাবার্থঃ

গুরুই কারণ এবং কারণহীন, গুরুই পরম দবেতা, গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কহে নাই, সেই পরমগুরুকে নমস্কার করি।

ধ্যানমূলং গুরোর্মমূর্ত্তি পূজামূলং গুরোঃ পদম্।

মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরো কৃপা।। ১৩

ভাবার্থঃ

একমাত্র গুরুমূর্ত্তি ধ্যানই মূল, গুরুর পদযুগল পূজাই সকল পূজার মূল।

গুরুর বাক্যই সকল পূজার মন্ত্র, গুরুদবের কৃপাই মোক্ষপ্রাপ্তির মূল—একমাত্র গুরুদবের কৃপাতেই মুক্তলিভ হয়ে থাকে।

চিন্ময়ং ব্যাপতিং সর্বং ত্রলৈকং সচরাচরম্।

তৎপদং দর্শতিং যনে তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।। ১৪

ভাবার্থঃ

যিনি চিন্ময়রূপে অতি সূক্ষ্মরূপে ত্রলৈকে ব্যাপিয়া বর্তমান আছেন ও যিনি ব্রহ্মপদ দেখাচ্ছেন, অজ্ঞাননাশক সেই গুরুকে নমস্কার করি।

সংসার -বৃক্ষমারুঢ়াঃ পতন্তি নরকার্ণবে।

যনোদ্ধৃতমদিং বশিবং তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।। ১৫

ভাবার্থঃ

সংসাররূপ বৃক্ষে আরোহন পূর্ববক মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে অজ্ঞানতাবশতঃ কতই না কুকর্ম করে ভয়ানক নরক সমুদ্রে পতিত হয়।

যিনি নরকে পতিত প্রানীকে জ্ঞান দান করে উদ্ধার করেন সেই ত্রাণকর্তা গুরুদবেকে নমস্কার করি।

ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কবেলং জ্ঞান মূর্ত্ততি।

বশ্ৰিবাভীতং গগনসদৃশং তত্ৰত্ৰবমস্ৰাদল লক্শ্যম্।। ১৬

ভাবারুথঃ যনলি ব্ৰহ্মানন্দস্বরূপ পরম সুখদ, নরিল্পিত, চতিশিক্তি রূপ জ্ঞানমূর্ত্তি
বশ্ৰিবাভীত গগনসদৃশ, তত্ৰত্ৰবমসি প্রভৃতি বাক্যরে লক্শ্য, সেই পরম গুরুর বদেমিলে
আত্মসমর্পণ করলাম।

একং নতিং বমিলমচলং সর্বধীসাক্ষীভূতং।

ভাবাভীতং ত্রিগুণরহতিং সদগুরুং তং নমামি।। ১৭

ভাবারুথঃ

একং নতিং সেই অদ্বিতীয় ব্ৰহ্ম, বমিল, অচল, সকল বুদ্ধির সাক্ষী স্বরূপ, ভাবাভীত এবং
ত্রিগুণ রহতি, সেই সদগুরুকে আমি নমস্কার করি।

শ্রীমৎপরং ব্ৰহ্ম গুরুং বদামি,

শ্রীমৎপরং ব্ৰহ্ম গুরুং ভজামি।

শ্রীমৎপরং ব্ৰহ্ম গুরুং স্মরামি,

শ্রীমৎ পরমব্ৰহ্ম গুরুং নমামি।। ১৮

ভাবারুথঃ

শ্রীগুরু পরমব্ৰহ্মস্বরূপ, গুরুশব্দ সর্বদা মুখে বলি ও পরমব্ৰহ্মরূপ শ্রীগুরুদেবেকে ভজনা
করি।

পরমব্ৰহ্মস্বরূপ শ্রীগুরুদেবেকে মনে মনে দ্বিা রাত্রি চিন্তা করি এবং পরমব্ৰহ্মস্বরূপ
শ্রী গুরুদেবেকে প্রণাম করি।

তব দ্রবং জগৎগুরো তুভ্যমবে সমর্পয়ে।

ভাবারুথঃ

হে জগতরে গুরু আমার এই মন যা তোমারই জনিসি তোমারই পদমূলে সমর্পণ করলাম।

গুরু কৃপা হি কবেলম্।

ব্ৰহ্ম কৃপা হি কবেলম্।

ওঁ ম শান্তি ওঁ ম শান্তি ওঁ ম শান্তি